দৈনিক সংবাদ

MAY 22 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও তৈরি হচ্ছে জিয়া কমপ্লেক্স

❑ ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ ঢালাও দলীয়করণের মাধ্যমে ১৭ শিক্ষক ও ৬ কর্মকর্তা নিয়োগের পর এবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জিয়া কমপ্লেক্স' নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামে এধরনের স্থাপনা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জিয়া কমপ্লেক্স নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৮ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির এক সভায় ওই প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর সৈয়দ জাবিদ হোসাইন। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

খুলনা অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতাদের নামে আবাসিক হলসহ কোন ভবনেরই নামকরণ করা হয়নি। গত সরকারের আমলে ১৯৯৯ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য নির্মিত একটি হলকে 'শেখ হাসিনা হল' হিসেবে নামকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সিন্ডিকেটে অনুমোদন হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরোধিতার কারণে নামকরণের ওই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের সুধিসমাজও নামকরণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক পছন্দ করেননি।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ার পর ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে, সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে খুলনা খুলনা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

খুলনা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়
(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। এখন পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোন হানাহানি বা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। ছাত্ররা রাজনীতি না করার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে; কিন্তু দলীয় রাজনীতি শুরু করেছেন শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা— এমন অভিযোগ ও বক্তব্য করেছে ছাত্রদের অনেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করলে তাদের অনেকে জানান, এ পর্যন্ত কোন রাজনীতিকের নামে কোন কিছুরই নামকরণ করা হয়নি; কিন্তু বর্তমান উপাচার্য এসে নতুন করে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

এ ব্যাপারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর সৈয়দ জাবিদ হোসাইন বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে ওই প্রকল্প নেয়া হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, প্রকল্পটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।